তারিখ DEC 18 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

আজ ঢাকা ভার্সিটির ৪০তম সমাবর্তন

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট প্রদানের প্রতিবাদে ক্যাম্পাস জুড়ে চরম উত্তেজনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আজ (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সাধারণ সমাবর্তন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রী ও সনদ প্রদান করবেন। সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল,

৪-এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট প্রদানের প্রতিবাদে ক্যাম্পাস জুড়ে চরম উত্তেজনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসলামী ছাত্রশিবির, জাতীয় ছাত্রসমাজ, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, জাগপা সমর্থিত ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সমাবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে আজ রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আহবান করেছে। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহও এ কর্মসূচী সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে। অপরদিকে আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষকই প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করছে। এদিকে সমাবর্তন উপলক্ষে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের প্রতিরোধ কর্মসূচী ঠেকাতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা গত রাত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি স্থানে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পূর্বকালে সাবেক পাকিস্তান আমলে যে ৪০তম সমাবর্তন আহবান করা হয়েছিল, ঐ সমাবর্তনে তৎকালীন চ্যান্সেলরের কাছ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র নিতে রাজি না হওয়ায় সমাবর্তনটি অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তারপর থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর কোন সাধারণ সমাবর্তনের আয়োজন করতে পারেনি। যদিও এ সময়কালে কয়েকটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের খেলার মাঠে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সমাবর্তনে যোগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। তার নেতৃত্বে ছাত্র–শিক্ষকরা বিশেষ একাডেমিক পোশাকে সমাবর্তন র‍্যালিতে অংশ নেবেন। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন এবং গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে ডিগ্রী ও পদক বিতরণ করবেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙালী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত্য সেনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হবে। প্রফেসর অমর্ত্য সেন সমাবর্তন বক্তৃতা দেবেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে দু'টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্ব আরম্ভ হবে সকাল ১০টায় এবং শেষ হবে বেলা ১২টায়। প্রথম পর্বে থাকছে– চ্যান্সেলরের র‍্যালি, উদ্বোধন ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান, সকল অনুষদের পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রী প্রদান, স্বর্ণপদক প্রদান। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রফেসর অমর্ত্য সেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন। অনুষ্ঠানের ২য় পর্ব শুরু হবে বেলা ২টায়। ২য় পর্বে থাকছে– স্নাতকোত্তর ও স্নাতক ডিগ্রী প্রদান, অমর্ত্য সেন কর্তৃক সমাবর্তন বক্তৃতা, শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণ এবং মাননীয় চ্যান্সেলরের ভাষণ ও সমাবর্তন সমাপ্তি ঘোষণা।

২ কোটি টাকা ব্যয়ে আয়োজিত এ সমাবর্তনে প্রায় দেড় হাজার নিবন্ধিত গ্র্যাজুয়েট, ৭শ' শিক্ষক, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। ১৯৯৬, '৯৭, '৯৮ সালের বিভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটগণ, '৯৫ থেকে '৯৮ সালের জুন পর্যন্ত এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্তগণ এবং ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ৩৯তম সমাবর্তনের পর থেকে এ যাবত পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী প্রায় ৮ হাজার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ১৪৮৬ জন নিবন্ধিত গ্র্যাজুয়েট সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্যাম্পাস

সমাবর্তন উপলক্ষে গতকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল প্রচুর পরিমাণে সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশকে ক্যাম্পাসে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া আজ গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে মোতায়েন করা হবে। তন্মধ্যে শুধু ক্যাম্পাসেই দু'হাজার পুলিশ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে ৭/৮টি স্থানে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এদিকে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হরতাল আহবানকারী ছাত্রদল ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠন আজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিরোধিতাকারী কোন সংগঠনকেই আজ ক্যাম্পাসে মিছিল বা সমাবেশ করতে দেয়া হবে না।

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে প্রতিরোধ করতে পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগের ক্যাডাররা গত রাত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি স্থানে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছে। ছাত্রলীগের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ গতকাল মধুর কেন্টিনের সামনে মিলিত হলে সেখানে ছাত্রলীগ কর্মীদের মাঝে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সশস্ত্র পাহারার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। এমতাবস্থায় গতকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থেমে থেমে বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছিল। গোটা ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এদিকে, জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদা দল সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান না করার ব্যাপারে অটল রয়েছে। সাদা দলের শিক্ষকবৃন্দসহ একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ কয়েক দফা বিবৃতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে সাদা দলের শিক্ষকগণ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে তাদের পক্ষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করা সম্ভব নয়। জানা গেছে, একাডেমিক কাউন্সিলের যে সভায় বিতর্কিত পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সে সভায় ভিসি বলেছিলেন, তাকে ডক্টরেট ডিগ্রী দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেটিং উচ্চ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে যে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন, তা শুধু প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য অবমাননাকর নয়, বরং এতে বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। শিক্ষকবৃন্দ আরও বলেন, যে অছিলায় শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বহু গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে রয়ে গেছেন, যারা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার উপযুক্ত।

এদিকে, গতকাল অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী সমাবর্তন সার্বিকভাবে সফল করার জন্য সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।